ইসলামি বিশ্বের বিশিষ্ট জিহাদি ও জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব আলহাজ্ব মৌলভী জালালুদ্দীন হক্কানী (তার রুহের উপর শান্তি বর্ষিত হোক)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

Table of Contents

الحمد لله معز أوليائه المؤمنين وقامع أعدائه من الكافرين والمشركين والمنافقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ولي المتقين، و أشهد أن محمداً عبده ورسوله إمام المجاهدين الصابرين، ومحبوب رب العالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد فى الله حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه ما تتابع الليل والنهار كفاء ما قدم وكفاء ما علم و بين أما بعد. فقد قال الله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، وقال تبارك وتعالى: فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. صدق الله مولانا العظيم.

নিম্নলিখিত বাক্যগুলো এমন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সংক্ষিপ্ত জীবনী, যে তার পুরো শিক্ষাজীবন, রাজনৈতিক জীবন ও জিহাদি জীবনে কখনও-ই পৃথিবীর কোন অহংকারী, বর্বর ও স্বৈরাচারীর সামনে মাথা নত করেন নি এবং তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম ও প্রতিরোধে অব্যাহতি দেন নি। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাজিত ও দূর করার দৃঢ় বিশ্বাস ও স্থিরসংকল্পের উপর ভিত্তি করে তিনি(রাহ:) স্বকীয় ভূমিকা পালন করেছেন। একজন আফগান মুসলিম হিসাবে, ইসলামি এবং আফগান শৌর্য - বীর্য ও দৃঢ় সংকল্পের মিশ্রিত করে, আমাদের প্রিয় স্বদেশের উজ্জ্বল ইতিহাসে, তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য জিহাদি প্রতিরোধ, নজিরবিহীন ত্যাগ ও অনন্তকাল স্থায়ী বীরোচিত কাজের উজ্জ্বল অধ্যায় অংকন করে গেছেন।

তার জন্ম:

পক্তিয়া প্রদেশের 'ভাজা' জেলার 'সারানা' গ্রামের সম্মানিত ব্যক্তি খাজা মোহাম্মাদ খানের সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৯৪৪ ঈসায়ী (১৩৬৩ হিজরি) সালে আলহাজ্ব মৌলভী জালালুদ্দীন হক্কানী (তার রুহের উপর শান্তি বর্ষিত হোক) জন্মগ্রহণ করেন। দেশজুড়ে সুপরিচিত ও সম্মানিত 'জাদরন'[1] জাতির 'মেযায়ে' গোত্রের 'সুলতান খাইল' বংশে তার জন্ম।

Figure 1: পাক্তিয়া প্রদেশ [লালচে রঙের ছোপযুক্ত] ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল

তার শিক্ষাদীক্ষা:

শৈশবের শুরু থেকেই তিনি দ্বীনি শিক্ষার প্রতি গভীর মহব্বত ও আগ্রহ প্রকাশ করছিলেন। ৪ বছর বয়স থেকে তিনি তার শ্রদ্ধেয়া মাতার নিকট পবিত্র কুরআন শিক্ষা শুরু করেন। কুরআন শিক্ষা সম্পন্ন করে, তিনি আরও ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে মাত্র ১০ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেন।

তিনি প্রখ্যাত আলিম 'মাওলানা মোহাম্মাদ ক্বাসিম'(আল্লাহ তার উপর রহম করুক) -এর নিকট প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন শুরু করেন। যেহেতু পড়াশোনার প্রতি তার প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল এবং শিক্ষাগ্রহণের আল্লাহ প্রদত্ত স্বতন্ত্র ক্ষমতা লাভ করেছিলেন, সেহেতু তার প্রতি তার শিক্ষকের স্নেহ-মমতা প্রকট ছিল। সেই সময়ে, তিনি যুমরাট, পক্তিয়া প্রদেশের শাহী কট, উরগুন, পক্তিয়া প্রদেশের জিরোক, ওয়ারদাক প্রদেশ, গজনী প্রদেশের শিলগড় এবং খোস্ত

[1] পশতুন উপজাতি।

প্রদেশের ইসমাইল খাইল অঞ্চলের বিখ্যাত মাদ্রাসাগুলোর সুপ্রসিদ্ধ উলামার নিকট জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে গমন করেন।
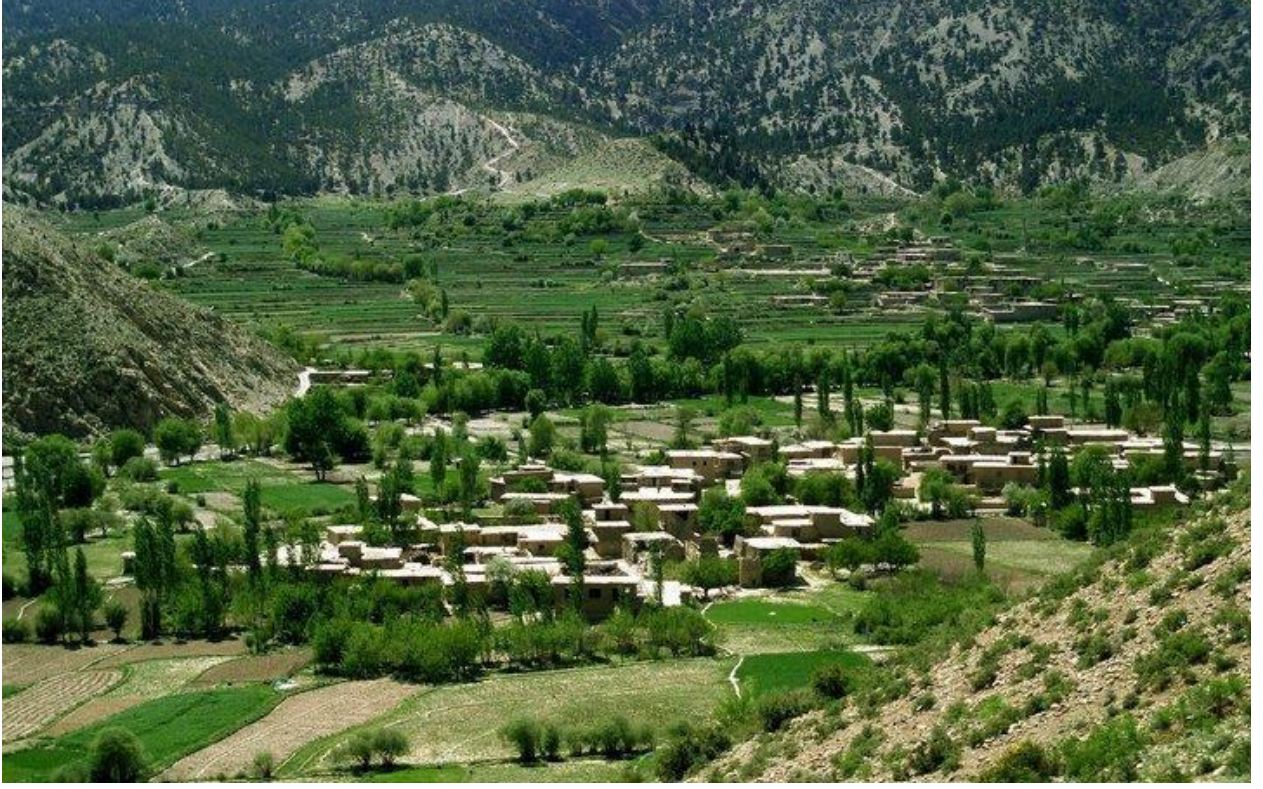
Figure 2: পাক্তিয়া প্রদেশ

তার অনুপম দক্ষতার দরুন, হযরত মৌলভী জালালুদ্দীন হক্কানি (রাহ:) খুব সহজে-ই তার ভবিষ্যত জীবনের জন্য উজ্জ্বল ও অবিস্মরণীয় লক্ষ্য বেছে নিয়ে, তা দখলের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার্জন করে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারতেন। একারণে তিনি 'পখতুন খাওয়া'-এর 'সাঈদ কারাম', 'সাল' এবং 'হাংগু' অঞ্চলের মাদ্রাসাগুলোতে তৎকালীন বিখ্যাত উলামার নিকট পড়াশোনা চালিয়ে যান।

উচ্চতর ইসলামি শিক্ষার জন্য তিনি এ অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী ও বিখ্যাত মাদ্রাসা 'দারুলউলুম হক্কানিয়া'-তে ভর্তি হন, মাদ্রাসাটি 'দ্বিতীয় দেওবন্দ' নামেও পরিচিত। সেখানে তিনি মহানবী (সা:)-এর 'হাদিসশাস্ত্রের' পূর্বের ও শেষবর্ষের মাস্টার ক্লাসে ভর্তি হন।

Figure 3: দারুল উলুম হক্কানিয়া

দ্বীনি ইলম অর্জনে তার বিশিষ্ট শিক্ষকদের নাম নিচে উল্লেখ করা হল:

মৌলানা মোহাম্মাদ কাসিম

মৌলভি বাদশাহ

মৌলভি সাঈদ হাসান

মৌলভী নাদার খান

মৌলভী খাজা

মৌলভী জার কালীম খান

মৌলভী আসীল খান

মৌলভী আবদুল ওয়াহাব

মৌলভী আখতার জান

মৌলভী মোহাম্মদ আইয়ুব

মৌলভী আব্দুল রহমান

মৌলভি সাঈদ সুলতান বাছা

মৌলভী আব্দুল হালিম

মৌলভী আব্দুল গণি

মুফতি মোহাম্মাদ ফরীদ

মৌলভী মোহাম্মদ আলী

মৌলভী নাসির খান
মাওলানা ডক্টর (পি.এইচ.ডি) শের আলী শাহ মাদানী
মওলানা আবদুল হক (রাহ:)
(তাদের আত্মা যেন শান্তিতে বিশ্রাম নিতে পারে)

Figure 4: দারুল উলুম হক্কানিয়া

একইভাবে, তার ছাত্রদের মধ্যেও এমন অনেক আলিম আছেন, যারা দ্বীন ও দ্বীনি শিক্ষায় অবদান রাখার কারনে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। নিচে এক ঝাক থেকে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হল:
বেনু এলাকার শাইখ-উল-হাদীস মাওলানা ইলাতাফ-উর-রহমান
মাওলানা গুহার শাহ (দারুল উল উলুম চরসাদ্দার শাইখ-উল-হাদীস এবং পাকিস্তান সংসদের সাবেক সদস্য)
শাইখ-উল-হাদীস মৌলানা গোলাম মোহাম্মদ সাদিক
অধ্যাপক মাওলানা মোহাম্মাদ শফীয়া
শাইখ-উল-হাদীস ও মুফতি সুলতান উমর (খস্ত প্রদেশের মাদ্রাসা মানবা-উল-উলুমের একজন বিখ্যাত শিক্ষক)

শিক্ষক ও অগ্রদূত হিসাবে:

আলহাজ্জ মৌলভী জালালুদ্দীন হক্কানি 'আকরা খাতকে' অবস্থিত 'দার উল উলুম হক্কানিয়া' থেকে শিক্ষা-দীক্ষা প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু করেন। যদিও 'দার উল উলুম হক্কানিয়ার' মতো বিশ্বব্যাপী খ্যাতিসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য স্নাতক উত্তীর্ণ ছাত্রের পক্ষে আবার একই মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পাওয়া বেশ কঠিন ছিল। কিন্তু হাক্কানী সাহেবের দক্ষতা, ধার্মিকতা, গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং কিছু অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ছিল যা 'দার উল উলুম হাক্কানিয়ার' মর্যাদাপূর্ণ অনুষদকে, বিশেষতঃ এই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা 'মৌলানা আবদুল হক' (রাহ:)-কে, একই মাদ্রাসা থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করা মাত্র তাকে (হক্কানী সাহেব) শিক্ষক অনুষদে একজন সদস্য হিসাবে নিযুক্ত করার জন্য আগ্রহী করে তুলেছিল । শিক্ষক হিসাবে প্রথম বছর তিনি কিছু অন্যান্য বইয়ের পাশাপাশি আরবি ব্যাকরণ,

অলঙ্কারশাস্ত্র এবং সাহিত্যের কিছু মৌলিক, কিন্তু কঠিন বিষয় শিখিয়েছিলেন। পরবর্তী বছরে, প্রশাসনের পরিকল্পনা অনুযায়ী তাকে উচ্চ শ্রেণীর কিছু বিষয় শিক্ষাদানের জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল।

Figure 5: দারুল উলুম হক্কানিয়া

প্রথম হজ্জ সফর:

যদিও 'দারুলউলুম হক্কানিয়া'-র প্রশাসন তাকে সেখানে আরও কিছুদিন শিক্ষাদানের জন্য অনুরোধ করেছিল, কিন্তু তার স্বদেশের রাজনৈতিক, শিক্ষাগত এবং সামাজিক পরিস্থিতির জয়ের জন্য তিনি সেখানে তার দায়িত্ব পালন করতে পারছিলেন না এবং তাকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। বস্তুত তিনি নিজ দেশের নির্যাতিত, বঞ্চিত ধার্মিক জনগণের জন্য তার অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও শক্তি ব্যবহার করতে চাচ্ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে, তিনি ১৩৯৩ হিজরি সনে (১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে) হজ্জ পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি পায়ে হেটে সফর করেন ও হাজ্জ সম্পন্ন করেন। সেখানে আফগান উলামার পাশাপাশি তিনি মর্যাদাবান ও সুপ্রসিদ্ধ উলামা এবং মুসলিম বিশ্বের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাদের সাথে তিনি মুসলিম বিশ্ব নিয়ন্ত্রণকারী বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপট নিয়ে, বিশেষ করে আফগানের উত্তরাংশে ধর্ম বিদ্বেষী প্রচারণা নিয়ে সুদীর্ঘ ও ব্যাপক আলোচনা করেন।

রাজনৈতিক সংগ্রাম

যখন হাক্কানী সাহেব হজ্জ থেকে ফিরে গেলেন, তখন রাজতন্ত্রের শেষ যুগ ছিল এবং ইতিমধ্যে এর পরিবর্তে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ঘোষণা করা হয়ে গিয়েছে। সেই সময়ে, কমিউনিস্টের ঘৃণ্য মতাদর্শ এবং মার্কসবাদ আফগানের সীমানা অতিক্রম করে ফেলে এবং দ্রুত তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য হক্কানি সাহেব পাকতিয়া প্রদেশে সমস্ত ছোট ও বড় গোত্রের মধ্যে বৃহৎ জনসভার আয়োজন করেন এবং তিনি দ্রুত ছড়িয়ে পড়া নাস্তিকতার বিপদ সম্পর্কে এবং তাদের অনিবার্য বিকৃত রুচি সম্পর্কে সচেতন করতে থাকেন। এই কাজে, তিনি সেই অঞ্চলের বিখ্যাত ধর্মীয় পণ্ডিতদের কাছ থেকে পুরোপুরি সমর্থন পান। লোকদের যারা নতুন ধর্মবিরোধী মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত ছিল, তাদের অধিকাংশ নিজেদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ত্যাগ করে এবং তাদের কাজের জন্য অনুতপ্ত হয়।

দাউদ খানের আকস্মিক অভ্যুত্থান এবং পরবর্তী পদ্ধতিসমূহ:

১৯৭৩ সালের ১৭-ই জুলাই, দাউদ খান [পাশের ছবিতে] একটি আংশিকভাবে ন্যায়সঙ্গত অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাজতন্ত্রকে উৎখাত করেন এবং শাসকে পরিণত হন। তার সমর্থকদের যারা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিল, তারা সরকারি অফিসের পাশাপাশি অন্যান্য সেক্টরের কিছু উচ্চ পদে নিযুক্ত হন। সেই সময় দাউদের বিরুদ্ধে দুটি আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। এই আন্দোলনগুলির মধ্যে একটি হল, আফগানিস্তানের ধর্মীয় শিক্ষা এবং আধ্যাত্মিকতা (রহস্যবাদ/সূফীবাদ)-এর গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র 'কালা জাওয়াদ'-এর উলামা ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের নেতৃত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতায় উলামা-র (ধর্মীয় পণ্ডিতদের) আন্দোলন। দ্বিতীয় আন্দোলনটি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির তরুণ ছাত্রদের, যাকে 'ইসলামিক নাহাজা (অর্থাত পুনর্মিলন বা পুনরুজ্জীবন)' বলা হয়।

তাই আফগানের সর্বাধিক বিশিষ্ট ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব জিয়া-উল-মাশাইখের (রাহ:) অনুমতি ও নির্দেশনায়, আল-হজ মৌলভী জালালুদ্দীন হাক্কানী এবং দক্ষিণ-পূর্ব প্রদেশের বিখ্যাত পণ্ডিতবৃন্দ, রাষ্ট্রপতি দাউদ খান ও তার কমিউনিস্ট সমর্থকদের ধর্ম-বিরোধী নীতির বিরোধিতা শুরু করেন। এসকল উলামার মধ্যে আছেন:

মৌলভী নাসরুল্লাহ মনসুর

মৌলভী ফাতেহুল্লাহ

মোল্লা নিজামউদ্দীন

মৌলভী আহমদ গুল

মৌলভী আজিজ খান

মৌলভী মোহাম্মাদ হাসান

উপরের উল্লিখিত পণ্ডিত ও তাদের অনুসারীরা বৃহত্তর পাকতিয়া, কাবুল এবং অন্যান্য একাধিক প্রদেশে বাস্তব সংগ্রাম শুরু করে। সেই সময় মাওলানা জালুদ্দীন হক্কানি,মৌলভী আহমদ গুল কর্তৃক নির্মিত এবং পাকতিয়া প্রদেশের 'নাককা' জেলায় অবস্থিত 'মাদ্রাসা রহমানিয়া'তে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তার অন্য সহকর্মী মৌলভী ফাতেহুল্লাহ হাক্কানি 'তুরি খাইল' এলাকার 'মাদ্রাসা হাবিবিয়ায়' শিক্ষাদান করতেন। হাক্কানী সাহেব 'মাদ্রাসা হাবিবিয়িয়া'কে তার কার্যক্রমের মূল কেন্দ্র হিসেবে রেখে সাম্প্রদায়িক ও নাস্তিকদের শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। বিভিন্ন মুজাহিদীন তখন জিহাদী আন্দোলনের জন্য সাধারণত পরামর্শ ও অন্যান্য পরিকল্পনা করার জন্য এই স্থানে আসতেন। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন:

গুলবউদ্দিন হিকমতিয়ার

মোল্লা নিজামউদ্দিন হক্কানি

মৌলভী নাসরুল্লাহ মনসুর

মৌলভী আহমাদ গুল

মাতিউল্লাহ খান

মোহাম্মাদ ইবরাহীম হক্কানি

দাউদ খান সরকারের আভ্যন্তরীণ কমিউনিস্ট চক্রগুলি অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ইসলামী ব্যক্তিত্বসহ মৌলভী জালালুদ্দীন হাক্কানিকে সরিয়ে (হত্যার) দিতে চেয়েছিল, তাই ৫00 জেন্ডারমেস[2] (পুলিশ) তাকে এবং তার সহকর্মীদের গ্রেফতার করার জন্য মৌলভী জালালুদ্দীন হাক্কানির বাড়িতে হামলা চালায়। কিন্তু তিনি এবং তার ভাই মোহাম্মাদ ইব্রাহীম হাক্কানি, মোহাম্মদ ইসমাঈল জাবিহ এবং খলিল-উর-রহমান হক্কানি সফলভাবে বাড়িটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত অবস্থায় ত্যাগ করেন।

এই পরিণতি ও সমস্যাগুলির কারণে, হক্কানি সাহেব তার পরিবারের সদস্যদের সাথে 'গারবি পর্বত' (পাকতিয়া প্রদেশের আরেকটি নিরাপদ এলাকা) চলে যান এবং সেখানে বসবাস শুরু করেন। কয়েক সপ্তাহ পর, সরকার তার নতুন অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারে এবং হক্কানি সাহেবকে আটক বা হত্যা করার জন্য কিছু উপজাতীয় মানুষদের নিয়ে জোরপূর্বক একটি সামরিক ইউনিট তৈরি করে। তিনি সম্ভাব্য এবং ফলপ্রদ মাধ্যমগুলি ব্যবহার করে এই সংঘর্ষ এড়াতে তার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হলেন না। কিছু সংঘর্ষ সংঘটিত হয়েছিল, কিন্তু যখন এলাকাটি পনেরো দিনেরও বেশি সময় ধরে অবরোধ করা হয়েছিল, তখন হক্কানি সাহেবের নিকট, পরিবারের সদস্যদের সাথে এই নিরাপদ ও পাহাড়ী বাসস্থান ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন বিকল্প ছিল না।

[2] আধা-সামরিক সশস্ত্র পুলিশ।

জুরমত জেলার 'শাহী কোট' এলাকার বিশিষ্ট আলিম ও জিহাদি নেতা শহীদ নাসরাউল্লাহ মনসুরের সাথে একই পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি করা হয়। বিদ্যমান পরিস্থিতি তাদের জন্য এত কঠিন এবং ক্লান্তিকর ছিল যে সমতল ও পাহাড়ী উভয় অঞ্চলে আন্দোলন করা অসম্ভব ছিল। তাই 'গারবী' এলাকা থেকে হাক্কানী সাহেব এবং 'শাহী কোট' এলাকার শহীদ মনসুর সাহেব উভয়ে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পণ্ডিত ও আন্তরিক শিক্ষার্থীদের সাথে স্থানান্তরিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর যাত্রার পর, তারা উত্তর ওয়াজিরিস্তানে 'দত্ত খাইল' এবং তারপরে 'মিরান শাহ' পর্যন্ত তাদের সুপরিচিত এলাকাতে পৌঁছেছিলেন।

Figure 6: মিরান শাহ, উত্তর ওয়াজিরিস্তান

থৌরের সমাজতান্ত্রিক অভ্যুত্থান [১৯৭৮ এপ্রিল]:

কমিউনিস্ট মতাদর্শের বিস্তারকে থামাতে হাক্কানি সাহেব বিভিন্ন প্রভাবশালী উলামা, উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ এবং অন্যান্য আন্তরিক মুসলিম যুবকদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। ১৯৭৮ সালের ২৭ শে এপ্রিল, 'খলক' ও 'পরচাম' কমিউনিস্ট গোষ্ঠী দ্বারা পরিকল্পিত ও কার্যকর করা রক্তক্ষয়ী আভ্যুত্থানে দাউদ খানের সরকার জড়িয়ে পড়ে। যখন তারা সফল হয়, তখন তারা ধর্মীয় পণ্ডিতদের, উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ, মুসলিম এবং আন্তরিক সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মীদের নির্বিচারে হত্যা করে এবং কারাবাস দিতে শুরু করে।

হক্কানি সাহেব ইতিমধ্যে হাজার হাজার অন্যান্য মুজাহিদীন নিয়োগের মাধ্যমে সশস্ত্র সংগ্রাম ও জিহাদের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, তাই তিনি লাল অভ্যুত্থানের মাত্র ছয় দিনের মাথায় তাঁর এলাকা 'জাইরোক' জেলায় সফলভাবে আক্রমণ

করেন। এখান থেকেই একটি সংগঠিত জিহাদি প্রতিরোধ শুরু হয়েছিল। প্রথম বিজয়ের চতুর্থ দিনে পাকতীয়া প্রদেশের 'ভাজা' জেলাটি সাহসী মুজাহিদীনদের দ্বারা সফলভাবে বিজিত হয়।

এই সংগঠিত সশস্ত্র জিহাদের ধারাবাহিকতার জন্য, পেশোয়ারে বেশ কয়েকটি জিহাদি দল বা পক্ষগুলি উপস্থিত হয়েছিল। হক্কানি সাহেব একাধিক গোষ্ঠী গঠনের কঠিন বিরোধী ছিলেন এবং মুজাহিদিনের ঐক্যের জন্য তার পক্ষে যতটা সম্ভব চেষ্টা করেছিলেন এবং কিছুটা সফল হয়েছিলেন। অবশেষে দলগুলি গঠন করা হয় এবং তিনি 'ইসলামী হিজব' দলের নেতৃত্বরত প্রধান সেনাপতি এবং পার্টির ডেপুটি হেড হিসাবে বিখ্যাত জিহাদী নেতা 'মৌলভী মুহাম্মদ ইউনুস খলিস' (রাহঃ)-এর সাথে যোগদান করেন।

অন্যান্য বিভিন্ন জিহাদি কার্যক্রম ছাড়াও, তিনি বেশিরভাগ টেস্টিং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং গুরুতরভাবে আহত হন পাঁচবার। বাস্তব জিহাদী সংগ্রামে গভীর ও চিরস্থায়ী আগ্রহ ও উৎসাহের কারণে তিনি উপ-নেতৃত্বের দায়িত্ব ছেড়ে দেন এবং মুজাহিদিনের যুদ্ধ পরিকল্পনা সংগঠন ও সম্পাদন করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। তিনি একবার উল্লেখ করেছিলেন যে, তিনি প্রায় পাঁচশত যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন এবং বেশিরভাগ যুদ্ধে শত্রুদের উপর বিপুল আর্থিক ক্ষতি ও বিপুল আর্থিক ক্ষতি করেছিলেন।

হক্কানি সাহেব শিক্ষাগতভাবে, রাজনৈতিকভাবে এবং সামরিকভাবে একটি উজ্জ্বল এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হওয়ায় শত্রুরা তাকে মানসিক ও শারীরিকভাবে চাপ প্রয়োগের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলেন। এই সূত্র ধরে, তিনি একবার রাষ্ট্রপতি দাউদ খান এর যুগে তার অনুপস্থিতিতে, এবং আরও কয়েকজন বিখ্যাত ধর্মীয় পণ্ডিত ও জিহাদি কমান্ডারের সাথে কুখ্যাত কমিউনিস্ট শাসনের সময় দুবার মৃত্যুদন্ডের আসামী হন। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহর অনুগ্রহে, এই সকল ক্ষেত্রে শত্রুরা তাদের বেআইনী সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

তার সামরিক ও জিহাদি সেবা:

একটি সুসংগঠিত জিহাদের জন্য, হাক্কানি সাহেব প্রাথমিকভাবে পাকতিয়া প্রদেশের মুজাহিদিনের ছোট দল ও ফোরাম গঠন করেন ও তাদের সক্রিয় করেছিলেন। কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি কেবল পাকতিয়া প্রদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং এটি নিকটবর্তী গজনি, লগার ও ময়দান ওয়ারদাক প্রদেশেও বিস্তৃত ছিল। এভাবে, তিনি দক্ষিণ জিহাদি ফ্রন্টের জেনারেল কমান্ডার হিসাবে নিযুক্ত হন। সময়ের সাথে সাথে পাকতিয়া প্রদেশে মুজাহিদিনের আরও কার্যকর শৃঙ্খলা, সরবরাহ ও অপারেশনের জন্য পাঁচটি সুসংগঠিত সেনাদল গঠন করা হয়। একই সাথে মুজাহিদিনের প্রশিক্ষণের জন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই সেনাদলগুলোর নামগুলো হলঃ

সালমান ফারসি এর রেজিমেন্ট (আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হোন)

হযরত উমরের রাজিম (আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হোন)

বর্মযুক্ত রেজিমেন্ট (শহীদ সালমান শাহের)

আবু জান্ডালের রেজিমেন্ট (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)

বাঘার রেজিমেন্ট এবং

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) সামরিক কলেজ (বিশ্ববিদ্যালয়)

উপরোক্ত রেজিমেন্টগুলিকে আক্রমণ, সরবরাহ এবং নবনির্বাচিত স্থান রক্ষার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল করা হয়েছিল, যেখনে জিহাদী অর্জন এবং সাফল্য রক্ষা নিশ্চিত করতে মুজাহিদীন যুব প্রজন্মের মানসিক ও শারীরিক প্রশিক্ষণের জন্য সামরিক প্রতিষ্ঠান (বিশ্ববিদ্যালয়)-এর ভিতরে আন্তরিক, প্রশিক্ষিত এবং অত্যন্ত দক্ষ সামরিক কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছিল।

নিচের লাইনগুলিতে হাক্কানী সাহেবের নেতৃত্বে অর্জিত উল্লেখযোগ্য কিছু বিজয় উল্লেখ করা হল:

'সাইদ খিল' এলাকাতে বিশাল 'রিশখোর' সামরিক বাহিনীর পতন

পাকতিয়া প্রদেশের 'তামির' জেলার বিজয়

জাওয়ারা জিহাদি কেন্দ্রের বিশাল ও রক্তাক্ত যুদ্ধ

'সাত্তো' গিরিসঙ্কটে দীর্ঘ যুদ্ধজয়

পাক্তিয়া প্রদেশের কেন্দ্র গার্ডেজ শহর জয়ের আগের ঐতিহাসিক যুদ্ধ

'খস্ত' প্রদেশের ঐতিহাসিক বিজয়, এ যুদ্ধে কমিউনিস্ট সরকারের সম্মিলিত বাহিনীর বিপুল আর্থিক ক্ষতি ও হতাহতের ঘটনা ঘটে।

এই যুদ্ধে, প্রতিরক্ষা উপপরিচালক, রাষ্ট্রের ডেপুটি হেড, নিম্ন এবং উচ্চপদস্থ সামরিক কমান্ডার এবং অন্যান্য হাজার হাজার স্টুডিও বাহিনী নিহত, আহত এবং গ্রেফতার হয়, যার ফলে পুরো দেশ জুড়ে মুজাহিদীনরা জিহাদি মনোবল ও উৎসাহ পায়।

তার অবিস্মরণীয় জনসেবা:

শিক্ষা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে:

সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পাশাপাশি আল-হজ মৌলভী জালালুদ্দীন হাক্কানি উত্তর ও দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান, কোহাট জেলা, কুরাম সংস্থা ও পাকতিয়া প্রদেশে প্রায় ১৪০টি মাদ্রাসা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সহ দুইটি উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শুধু সঠিকভাবে দক্ষতার সাথে আফগানিস্তানে হিজরতকৃত মুজাহিদের বংশধরদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির নিরীক্ষণ ও পরিচালনা করার জন্য একটি পৃথক অঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। এর মধ্যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান নিম্নরূপ:

জামিয়া মানবা-উল-উলুম মিরান-শাহ

খোস্ত প্রদেশে মানবা-উল-জিহাদ এবং নূর-উল-কুরআন

মাতদা-চেনাতে একটি মাদ্রাসা

মিরান-শাহে আঞ্জুমান-উল-কুরআন লাইসিয়াম (উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সমান)

- আফগানদের প্রিয় মাতৃভূমি মুক্তির পর, খোস্ত প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাতের সাথে হক্কানি সাহেবের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু আফগানে আমেরিকার অবৈধ আক্রমণের পর, এই বিশ্ববিদ্যালয়টি 'শেখ জায়েদ বিশ্ববিদ্যালয়' নামে নির্মিত হয়েছিল।[3]

---

[3] শুনেছি, আমাদের মালালা ইউসুফজাই [আল্লাহ তাকে হিদায়াত দান করুক] নাকি তালিবানদের শিক্ষার পথে বাধা মনে করেন। এক হিন্দু একদা ফেসবুকে আমার পোস্টের কমেন্টে দাবি করেছিল, ইসলাম নারীশিক্ষার অন্তরায় [!] তাই মুসলিম বিশ্বে নারীশিক্ষার হার কম। অথচ মৌলবাদী রাষ্ট্র সৌদি আরবে [কাফিরদের দালাল সৌদিকে তারা মৌলবাদী দেশ মনে করে] নারীশিক্ষার হার সেকুলার বাংলাদেশ [যেহেতু শাহরিয়ারের ভাষায় বাংলাদেশ সেকুলার] থেকে বেশি। তাহলে সেকুলারিজম আমাদের পর্দাহীনতা ছাড়া আর কি দিয়েছে? পর্দাহীনতার শিক্ষা ছাড়া আর কোন ডিসিপ্লিনে তাদের অবদান নেই।

আম্মু আমি আর ঐ স্কুলে যাবো না" – বরুড়ায় হিজাব খুলতে রাজি না হওয়ায় ছাত্রী উপর বর্বর নির্যাতন

OCT 12, 2018 Desher Somoy 0 236 views

আম্মু আমি আর ঐ স্কুলে যাবো না" – বরুড়ায় হিজাব খুলতে রাজি না হওয়ায় ছাত্রী উপর বর্বর নির্যাতন

মাহফুজ বাবু: স্কুল থেকে বাড়িতে ফিরে বরুড়া উপজেলার বাতাইছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেনীর ছাত্রী মারিয়া তার মা'কে জানায়, আম্মু আমি আর ঐ স্কুলে যাবো না। কারন জানতে চাইলে মারিয়া তার মাকে জানায় হিজাব ও ওড়না খুলতে না চাওয়ায় সহকারী শিক্ষক আলী ইমাম স্যার পিটিয়েছে। কেবল পেটায় নি সহপাঠীদের দিয়ে জোর করে হিজাব ও নেকাব খুলিয়েছে এবং অকথ্য ভাষায় আজেবাজে কথা বলে গালমন্দ করেছেন। কেন হিজাব খুলছে জানতে চাইলে মারিয়া কেঁদে কেঁদে জানায় চুল স্টাইল করে কেটেছি কি না অথবা খোপা স্টাইল করে বেঁধেছি কি না দেখতে চাইছে। গোসোল করে গিয়েছি তাই চুল ভেজা থাকায় আমি হিজাব খুলতে রাজি হইনি, সেজন্য আমাকে অনেক মেরেছে। আমি আর ঐ স্কুলে যাবো না।
বিষয়টি প্রথমে গুরুত্ব না দিলেও মেয়ের শরিরে রক্তাক্ত আঘাত ও বেতের বারির চিহ্ন দেখে টনক নড়ে মায়ের। এরপরই মারিয়ার মা খাদিজা আক্তার পুতুল অনৈতিক ভাবে মেয়েকে পেটানোর প্রতিবাদে স্কুল ম্যানেজিং কমিটি ও প্রধান শিক্ষককে বিষয়টি অবহিত করলে কোনরুপ ব্যবস্থা নেয়নি তারা। ঘটনার পরদিন বৃহস্পতিবার সরকারি শিক্ষক আলী ইমামের বিরুদ্ধে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর অভিযোগ দাখিল করেন। ঐ স্কুল ছাত্রীর মা প্রতিবেদক কে জানায় স্থানীয় সহকারী শিক্ষক আলী ইমাম প্রধান শিক্ষকের ছোট ভাই, এবং এলাকার প্রভাবশালী হওয়ায় তার বিরুদ্ধে কেউ কথা বলতে সাহস পায় না। আপনারা স্কুলের ছাত্রীদের কাছ থেকে গোপনে খবর নিলে তার অপকর্মের অনেক ঘটনার জানতে পারবেন। হিজাব পরে যাওয়া কি

'যুদ্ধপূর্ব' বাংলাদেশে শিক্ষার হার ছিল ১৭% [১৯৬১ সাল], 'যুদ্ধোত্তীর্ণ' বাংলাদেশে শিক্ষার হার ছিল ২৪.৯% [১৯৯১ সাল]। http://en.banglapedia.org/index.php?title=Literacy আর এত দীর্ঘ সময় ধরে 'যুদ্ধপীড়িত' দেশ আফগানে শিক্ষার হার ৩১%। http://www.unesco.org/new/en/kabul/education/youth-and-adult-education/enhancement-of-literacy-in-afghanistan-iii/ গত বছর ৭০ জন ছাত্রীর ধারণক্ষমতা সম্পন্ন মাদ্রাসা স্থাপন করা হয়েছে। ও হ্যা, ভুলে গিয়েছিলাম যে, মাদ্রাসার শিক্ষাকে কুফফারগণ শিক্ষিত হওয়া মনে করেন না।

Conference on opening educational institutes called for in country's south

in News, Top News January 1, 2017 266 Views

GHAZNI, Jan. 1 – The Islamic Emirate's seniors and officials of the commissions of Dawat-al-Irsahad and education & learning convened a conference in Shalgar district of Ghazni province to encourage Mujahideen struggles to purge the Arbakis and other enemy personnel from the region and a subsequent opening of the educational institutes in the said distict in addition to the significance of higher education.

The partakers included experienced academia, prominent scholars, tribal elders and tribesmen, students and teachers and principals of schools and Madaris as well as Mujahideen.

it is declared that Mujahideen a couple of days ago cleared the Arbakis and the army of the several different areas in Shalgar district where three Madris with a 420-student capacity were opened.

Two Madaris for boys, which have room for 350 male learners and a third one for girls with a capacity for 70 female learners

তালিবানরা শিক্ষার ব্যবস্থা করে, কিন্তু গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের ছবক দেয় বলে সেটাকে বিকৃতমনারা শিক্ষা হিসাবে গণনা করে না।

Educational gathering held in different provinces

in News May 16, 2018 142 Views

AFGHANISTAN, May 16 – Over 100 schools and more than two thousands students joined the educational gatherings under supervision of the Islamic Emirates in Paktika, Parwan and Badakhshan provinces of Afghanistan on Tuesday.

Apart from the students and teachers, a large number of Ulama and people took part in the gathering.

The aims of the educational gatherings were to equip the new generation with healthy Islamic mindset and thinking and provide enlightenment about conspiracies of secularism, democracy and other external Kufri plots, while addressing the female learners, Islamic Hijab and learning within the bounds of Islamic principles were encouraged.

ইবনে তাইমিয়া [রাহঃ] রচিত 'জিহাদের ধর্মীয় ও নৈতিক তত্ত্ব' [ডাউনলোডের জন্য ক্লিক করুন] বই অনুবাদের সময় আমি লিখেছিলাম যে, ইমাম ইবনে তাইমিয়া [রাহঃ]-এর তিন জন শিক্ষিকা ছিলেন। সুতরাং, ইসলাম কবে শিক্ষার্জনে বাধা দিল? আর **তালিবান নারীগণ *স্কুলে*** শিক্ষকতাও করে।

- উল্লেখ্য যে, সাহসী মুজাহিদীনদের যারা তাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য তাদের মূল্যবান জীবন হারিয়েছিল, তাদের অনাথ সন্তানদের শিক্ষিত করতে ও ভরণ-পোষণের জন্য হক্কানি সাহেব ‘বনু’ জেলায় এবং খোস্ত প্রদেশের ভেতরে দুইটি অনাথ আশ্রম নির্মাণ করেছিলেন। প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার পাশাপাশি, স্বাভাবিক জীবনযাত্রার অন্যান্য সুবিধাগুলি এই কেন্দ্রগুলিতে অনাথদের জন্য সুলভ এবং সরবরাহ করা হয়েছিল।

পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে:

- তিনি বিভিন্ন তাঁবু গ্রাম এবং বৃহত্তর পাকতিয়া প্রদেশে একশত মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হল:

খোস্ত রাজধানীতে প্রধান কেন্দ্রীয় মসজিদ
উত্তর ওয়াজিরিস্তানের কেন্দ্রে মিরান-শাহে 'মোহাম্মদ (সাঃ)' কেন্দ্রীয় মসজিদ
'মাতা-চেনা' এলাকার কেন্দ্রীয় মসজিদ
সীমান্ত বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভিতরে 'খাজা মোহাম্মদ' মসজিদ

- হক্কানি সাহেবের নির্দেশে দশ হাজার কিলোমিটার দৈর্ঘ্য বিস্তৃত বহু সরকারী রাস্তায় নির্মিত হয়েছিল। এই রাস্তাগুলির মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ:

রাস্তাটি 'গুরুবাজ' জেলার 'গুলম খান' থেকে 'বোরি খিল' এলাকা পর্যন্ত
জাওয়ারা এলাকা থেকে 'লেজি খোলি'
গার্ডা চেরি এলাকা থেকে 'ফখারী'
ফখারী এলাকা থেকে 'জুরমত'

Meeting on how to promote education called for

in News August 7, 2018 62 Views

Balkh, Aug. 7 – A meeting to improve and promote education organized by the Islamic Emirate took place in Chahi district of Balkh province on Sunday.

A large number of the people as well as Ulama, students and teachers of Madras and schools from 3 districts of the province participated in the meeting in which talks were given by the participants on education and several other topics.

Similarly, the female teachers of school and Madaris were tanked and appreciated for their participation.

People reiterated their determined support and loyalty to the Islamic Emirate. The meeting concluded with Dua.

তবুও কাফির সাইটগুলোতে মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয়। কারন তালিবান স্কুলগুলোতে কুরআন শিক্ষা বাধ্যতামূলক। আফসোস বিশ্ববাসী!

জেলায় স্বাস্থ্য খাতে:

যুদ্ধক্ষেত্রগুলিতে আহত মুজাহিদিনকে সঠিকভাবে চিকিৎসা করার জন্য এবং অন্যান্য সাধারণ রোগীদের যত্ন নেওয়ার জন্য, তাঁবু গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় একটি পরিশীলিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় হাসপাতাল এবং অন্যান্য মোবাইল ক্লিনিক নির্মিত হয়েছিল। মুজাহিদিনকে দেশের ভিতরে প্রাথমিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। মিরন শাহের কেন্দ্রীয় হাসপাতাল ছাড়াও, সামনে অন্যান্য সীমান্তগুলিতে বিভিন্ন মোবাইল ক্লিনিকগুলিতে অ্যাম্বুলেন্স সেবা সরবরাহ করা হয়েছে যাতে মুজাহিদীনদের জীবন সর্বোচ্চ পরিমাণে রক্ষা করা যায়।

সাংস্কৃতিক ও প্রকাশনা খাতে:

- মানবা-উল-জিহাদ ম্যাগাজিনটি পশতু, দারি ও আরবি ভাষার নিবন্ধগুলি প্রকাশ করে
- উর্দু ভাষার নুসরাত উল-জিহাদ পত্রিকা প্রকাশিত হয়
- 'দা জিহাদ হিন্দারা' (অর্থাৎ জিহাদের আয়না) সাপ্তাহিক পশতু ও দারি ভাষার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল

জিহাদী সংখ্যাগরিষ্ঠ, শিক্ষাগত, সংস্কারমূলক ও সাহিত্যিক বই প্রকাশিত হয়

- ‘দা মু মুজাহিদ ঘাগ' (অর্থাৎ মুজাহিদের কণ্ঠ) তিনটি প্রধান প্রচার কেন্দ্র ছিল, যা সংবাদ, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক, তথ্যপূর্ণ, ধর্মীয় ও অন্যান্য জিহাদী অনুষ্ঠানগুলি সকালে ও সন্ধ্যায় চার ঘণ্টার জন্য নিয়মিত প্রচারিত হয়েছিল।
- জাওয়ারা এলাকায় একটি সুসংগঠিত ও অত্যাধুনিক জিহাদি জাদুঘর নির্মাণ, যেখানে জিহাদের সকল স্মৃতি দেশের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য সংরক্ষিত থাকতে পারে।

- মুজাহিদিন ও মুহজিরীন (যেমন অভিবাসীরা)-এর সুবিধার জন্য পেশোয়ার, ইসলামাবাদ, আবু ধাবি, দোবাই, আল-আঈন, শারজা, জেদ্দা, রিয়াদ এবং পবিত্র শহর মক্কাতে সামরিক যোগাযোগ স্থাপন করেছেন।
- মুজাহিদীন, মুহজিরীন, অনাথ ও অক্ষম মানুষদের স্বস্তি ও আরামদায়ক বাসের জন্য পেশোয়ারে স্থায়ী বাসস্থান।
- একটি পৃথক এবং স্থায়ী সংগঠনের মাধ্যমে মুজাহিদীনদের যারা জিহাদে শহীদ, তাদের অনাথ এবং বিধবা স্ত্রীদের মাসিক নির্দিষ্ট পরিমাণ নগদ ব্যবস্থা।
- মুজাহিদীন এবং মুহাজিরিনের প্রয়োজনীয় এবং অসহায় পরিবারের সকল সম্ভাব্য সহায়তার ব্যবস্থা

জিহাদি কমান্ডারদের সাধারণ শূরা (পরিষদ):

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার পুতুল সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে দেশের সকল প্রদেশে বিভিন্ন মুজাহিদীন নেতাদের দ্বারা জিহাদী সেনাদল এবং গোষ্ঠীগুলি গঠন করা হয়, একই সাথে দেশের বিভিন্ন অংশে কিছু অভ্যন্তরীণ

পার্থক্যও উত্থিত হয়, যার ফলে কিছু কিছু কমান্ডারের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটে কিছু কিছু এলাকায়। ঐ সময়ে, হক্কানী সাহেব একতা ও একীকরণের একমাত্র উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জেনারেল শুরার (কমান্ডারদের) কাউন্সিলের আওতায় সমস্ত জিহাদি কমান্ডারকে একত্রিত করার চেষ্টা করেছিলেন। এভাবে তাদের অভ্যন্তরীণ পার্থক্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তাদের জিহাদী অপারেশনগুলি সমন্বয় করা হয়, দেশটি বিচ্ছিন্নতা থেকে রক্ষা করা হয় এবং দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য একটি শক্তিশালী একতাবদ্ধ বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৭ মে ১৯৯০ সালে খোস্ত প্রদেশের অভ্যন্তরে উপরে উল্লিখিত 'হযরত উমর ফারুক রেজিমেন্টে' এ সম্পর্কে সভায় প্রথম বৈঠক আহ্বান করা হয়। দ্বিতীয় সভাটি ২৩ শে জুন ১৯৯০ সালে বাদাখশান প্রদেশের শাহ সালেম এলাকায় অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় বৈঠকে ২৪ জানুয়ারী, ১৯৯২ সালে আবারো খোস্ত প্রদেশের উমর ফারুক রেজিমেন্টে ডাকা হয়। আফগানের সমস্ত অংশ থেকে এই সভায় প্রায় পাঁচশত পঞ্চাশ নেতৃস্থানীয় জিহাদি কমান্ডার অংশগ্রহণ করেছিলেন। ফলস্বরূপ, জিহাদি অভিযানগুলি যতটা সম্ভব কার্যকর করে সমগ্র আফগানিস্তানে বিস্তৃত ও সংগঠিত করা হয়েছিল। উত্তরে খোস্ত প্রদেশ ও ওয়াখান জেলার ঐতিহাসিক বিজয় এই সমাবেশ ও একীকরণের ফলাফল হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। আমাদের অবশ্যই উল্লেখ করা উচিত যে, এই কাউন্সিলের অধীনে অভ্যন্তরীণ পার্থক্য এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্তরগুলি ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

অন্তর্বর্তী গঠন:

দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জিহাদি ফ্রন্টে অসংখ্য সাফল্য ও অর্জনের মতো হক্কানি সাহেব 10 ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯ সালে 'মদীনা-উল-হুজাজ' (অর্থাৎ তীর্থযাত্রীর শহর) এ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। রাওয়ালপিন্ডি শহরে বিতর্ক এবং মতবিরোধ পূর্ণ গভীর এবং দীর্ঘ আলোচনা প্রায় পুরো সপ্তাহ ধরে অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু কোন ফলাফল আসন্ন ছিল না। অবশেষে নেতৃস্থানীয়, খাঁটি এবং আন্তরিক জিহাদী ব্যক্তিত্বের অবস্থানের কারণে হক্কানি সাহেবকে সমস্ত নেতৃস্থানীয় জিহাদী গোষ্ঠী কর্তৃপক্ষ একটি অন্তর্বর্তী স্থাপনা নির্ধারণ ও সংগঠন সৃষ্টি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। তার আন্তরিকতা ও রাষ্ট্রশাসনের মাধ্যমে হক্কানি সাহেব সহজেই তা গঠন করেছিলেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের ঘোষণা দেন। বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল যে, যদিও তিনি সবচেয়ে শক্তিশালী এবং বিশিষ্ট জিহাদী কমান্ডার ছিলেন, তবুও তিনি নিজের জন্য বা তার সহকর্মীদের জন্য কোনও প্রধান পদ বা আসন বরাদ্দ করেন নি।

অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ:

২৮ এপ্রিল ১৯৯২ সাল, মুজাহিদীনরা তাদের জিহাদী সংগ্রামে সফল হন এবং একটি ইসলামী রাষ্ট্র আফগানিস্তানের ভিতরে গঠিত করতে সক্ষম হন। হক্কানি সাহেবকে ওই সরকারের বিচারপতি পদে নিযুক্ত করা হয়।
মুজাহিদীন গোষ্ঠীর মধ্যে অভ্যন্তরীণ পার্থক্য ও শত্রুতাবশত দলাদলির কারণে এবং তথাকথিত ইসলামিক রিপাবলিকের সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ পোস্ট এবং অঙ্গসংগঠনগুলিতে পূর্ব কমিউনিস্ট শাসকের বিপুল সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি কারণে তিনি এই মর্যাদাপূর্ণ পদে কোন আগ্রহ প্রকাশ করেননি।

উল্লেখ্য, হিজব ও জামায়াত জিহাদি গোষ্ঠী এবং 'ওয়াহদাত-ই-ইসলামি' ও 'ইত্তিহাদ-ই-ইসলামি' গ্রুপের মধ্যে শত্রুতা সশস্ত্র সংঘর্ষে পরিণত হয়েছিল, যার মধ্যে কাবুলের হাজার হাজার নিরীহ বেসামরিক নাগরিক আহত ও মারা গিয়েছিল। রাজধানীর বিশাল এলাকা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। অবৈধ এবং অ-ইসলামী অভ্যন্তরীণ যুদ্ধের দুর্যোগ বন্ধ করার জন্য হাক্কানি সাহেব সকল প্রকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন এবং যুদ্ধাপরাধীদের মধ্যে সত্য, আন্তরিক ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিত্বের ভূমিকা পালন করেন। সেই সময়ে, তিনি গুরুতর বিপজ্জনক ও কঠিন অবস্থা সত্ত্বেও সব যুদ্ধক্ষেত্রের ঘন ঘন পরিদর্শন করেন ও তাদের মাঝে বেশ কয়েকটি বৈঠক আহ্বান করেছিলেন। এই প্রচেষ্টার জন্য, হাক্কানী সাহেব কিছু মারাত্মক চক্রের দ্বারা গুরুতর ও মারাত্মক হামলার শিকার হয়েছিলেন, তবে তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহর অনুগ্রহে নিরাপদ ও সুরক্ষিত ছিলেন।

স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত যে, মুজাহিদীনরা প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের কপটতার শিকার হয়েছিলেন। একদিকে যুদ্ধবাজ দলগুলো ক্ষমতার জন্য ক্ষুধার্ত ছিল এবং অন্য দিকে প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের এজেন্টরা দক্ষতার সাথে তাদের দূষিত-অসাধু লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছিল।

তালিবান ইসলামী আন্দোলনের সাথে একীকরণ:

মুজাহিদিন ও অন্যান্য যোদ্ধাদের বিভিন্ন দলের মধ্যে অভ্যন্তরীণ পার্থক্যের কারণে; শান্তিপূর্ণ, স্থিতিশীল, দেশের পুনর্গঠন এবং জীবনে ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা নিয়ে হাক্কানি সাহেবের দীর্ঘ ও গভীর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা সম্ভব হয়নি। প্রতিদিনের সূর্যের গমনাগমনের সাথে দেশের প্রায় সব অংশে অরাজকতার ফলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে । এই পরিস্থিতি বেশ কয়েক বছর ধরে চলছে।

অবশেষে ১৯৯৪ সালে কান্দাহার প্রদেশের মাইওয়ান জেলায় মরহুম মোল্লা মোহাম্মদ উমর মুজাহিদ (রাহঃ) এর মর্যাদাপন্ন নেতৃত্বে তালেবানদের ইসলামী আন্দোলন জন্মগ্রহণ করেন। এই আন্দোলন সকল প্রধান এবং ক্ষুব্ধ সশস্ত্র গোষ্ঠী এবং অঞ্চলের অন্যান্য কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ও নিষ্পত্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে হাক্কানী সাহেব দীর্ঘকাল ধরে এই আশা পোষণ করেছিলেন।

এই আন্দোলনের সত্য উদ্দেশ্য বুঝতে, হক্কানি সাহেব তাদের সকল আর্থিক সহায়তা প্রদান করে তরুণ পণ্ডিতদের প্রতিনিধিদল নিযুক্ত করেছিলেন। এই প্রতিনিধিদলের উদ্দেশ্য, এই নবীন অভিযান সম্পর্কে সমস্ত প্রয়োজনীয় এবং খাঁটি তথ্য এবং সত্যতা খুঁজে দেখা। অন্য দিকে, পাকতিয়া ও খোঁস্ত প্রদেশের কিছু ক্ষতিকারক চক্রগুলি হক্কানি সাহেব ও তালিবানদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ও মিথ্যা তথ্য দিয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিল। যখন তালিবান পাকতিয়া প্রদেশে পৌঁছে, তখন তার নেতৃস্থানীয় নেতা 'মৌলভী ইহসানুল্লাহ ইহসান' (রাহঃ) হক্কানী সাহেবের সাথে 'গার্ডা চেরী' এলাকায় সাক্ষাত করেছিলেন। দুই পক্ষের মধ্যে মতামত বিনিময় করার পর, এটা স্পষ্ট ছিল যে হাক্কানী সাহেব ও তালিবানদের উদ্দেশ্য একই ছিল। এইভাবে দুষ্ট চক্রের সমস্ত প্রচেষ্টা অচল হয়ে গিয়েছিল।

উল্লেখ্য, বৃহত্তর পাকতিয়া প্রদেশে বিদ্যমান উপজাতীয় প্রথা এবং ঐতিহ্য অনুসারে, হাক্কানী সাহেব তালিবানদের সাথে বেশ কয়েকটি বিষয়ে একমত হয়েছিল। তিনি তার পক্ষ থেকে পূর্ণ আশ্বাস দেন এবং তালেবান ইসলামিক আন্দোলনকে খোস্ত প্রদেশে আমন্ত্রণ জানান। এটি একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত ছিল যখন পাকতিয়া প্রদেশ থেকে

খোস্ত প্রদেশে তালিবান ইসলামিক আন্দোলনের বড় কাফেলাগুলোকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানানো হয়েছিল। মজার ব্যাপার হল, খোঁস্ত প্রদেশে তালেবানদের মত একই লক্ষ্য নিয়ে একটি সমান্তরাল আদর্শ ব্যবস্থা হক্কানী সাহেবের তত্ত্বাবধানে ইতোমধ্যেই স্থাপন করা হয়েছে। বিশেষ করে, খোস্ত প্রদেশের সকল নিরাপত্তার বিষয়কে মৌলভী আব্দুল হাকিম শরী'র নেতৃত্বাধীন তালিবানকে হস্তান্তর করা হয়েছিল। কোন বিলম্ব না করে, হক্কানি সাহেব সমস্ত সামরিক সরঞ্জাম, গোলাবারুদ এবং যানবাহন ইত্যাদি ছাড়াও ইসলামী আন্দোলনের পুরো দলটি তালিবানদেরকে হস্তান্তর করেছিলেন।

সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হলো, তিনি তার আন্তরিক মুজাহিদীনদের সাথে নিয়ে তালিবানদের অগ্রগতির জন্য সকল ধরনের আত্মত্যাগ করতে কোমড় বেঁধে লেগেছিলেন। তিনি পূর্ণ ও নিখুঁত আন্তরিকতা ও ভক্তি সহ এই উদ্দেশ্যে তার সামরিক কার্যক্রম ত্বরান্বিত করেন। তালেবানদের জনবল নিদারুণ প্রয়োজন ছিল, স্থানীয় জনগণের মধ্যে হাক্কানি সাহেবের গভীর প্রভাব থাকায়, তিনি তালেবানদের ইসলামী আন্দোলনের জন্য হাজার হাজার তাজা ও নতুন মুজাহিদিনকে সরবরাহ করেছিলেন। ইসলামি আমীরের রাজত্বের সময়, রাজধানী শহরটি ১৯৯৬ এবং ১৯৯৭ সালে দুবার ভেঙ্গে পড়েছিল; একবার উত্তরাঞ্চলীয় জোটের বিশাল আক্রমণ করার কারণে এবং আরেকবার হাজারা গোষ্ঠীগুলির যৌথ হামলার জন্য। হক্কানি সাহেব একবার এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বলেছিলেন যে, উলামা ও তালেবান নিয়ে গঠিত সরকারের পতন তার নিকট অসহনীয়।

তার অনন্য প্রকৃতি ও ধার্মিকতার কারণে হাক্কানী সাহেব কোন পদ ও ক্ষমতা অর্জনে আগ্রহী ছিলেন না, তবে সম্ভবত মে মাসের শেষের দিকে আমির-উল-মুমিনীন মোল্লা ওমর মুজাহিদ [রাহঃ] বিশেষ আদেশের মাধ্যমে তাকে সীমান্ত ও উপজাতীয় বিষয়ক মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেন। আমির-উল-মুমিনীনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার পাশাপাশি অন্য কোন বাধা ছাড়াই জিহাদি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে হক্কানি সাহেব এই পোস্টটি গ্রহণ করেন এবং এভাবে আফগানের নিরাপত্তা সততার সাথে রক্ষা করেন।

তার বিদেশ পরিদর্শন:

সর্বপ্রথম আমাদের বলা উচিত যে, হাক্কানী সাহেব কোন কাফির দেশে ভ্রমণ করেননি বরং তিনি সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, সুদান, বাহরাইন, লিবিয়া, ইয়ামেন, মিশর, ইরাক এবং কুয়েত সফর করেছিলেন। তার বেশিরভাগ সফর সৌদি আরবে ছিল, যার মধ্যে ত্রিশটি হজ যাত্রা ছিল। তার সকল বিদেশী সফরে, হক্কানি সাহেব বিভিন্ন ইসলামী দেশের বিশিষ্ট আলিম ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দেখতে আসতেন, যাতে তিনি বিশ্বব্যাপী আন্তরিক ও স্বাধীন প্রেমময় মুসলিম জনগনকে জিহাদে শারীরিক ও আর্থিক অংশগ্রহণের জন্য এগিয়ে আসতে আমন্ত্রণ জানান। হাজার হাজার মুসলমান তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন এবং শারীরিক ও আর্থিকভাবে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মুজাহিদিনকে সমর্থন করার জন্য আফগানে এসেছিলেন। তারা হাক্কানী সাহেব এবং অন্যান্য বিভিন্ন জিহাদি নেতাদের অধীনে প্রচন্ড সাহস ও উৎসাহ দিয়ে আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে যুদ্ধ করেছিল।

আফগানিস্তান ও অন্যান্য ইসলামী দেশে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে, বিশেষত নিজ নিজ এলাকার মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে তিনি মুসলিম বিশ্বে বিভিন্ন বিশ্লেষক, প্রচারক, রাজনৈতিক নেতা এবং অন্যান্য বিশ্লেষকদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ ও গঠনমূলক আলোচনা করেন।

হক্কানী সাহেব, তার পরিবার ও তার উত্তরাধিকারী খলিফা সিরাজউদ্দীন হাক্কানী (আল্লাহ তাকে রক্ষা করুন) এতটা ভাগ্যবান যে, তাদের হজ যাত্রা চলাকালে বেশ কয়েকবার সৌদি রাজকীয় পরিবারের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদনস্বরূপ তাদেরকে পবিত্র কাবার ভেতরে যেতে অনুমতি দেওয়া হতো।

তার মাজহাব ও আকিদা:

হক্কানি সাহেব হানাফি মতাদর্শের অনুসরণ করতেন ও 'আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত'-এর আক্বিদার অনুসারী ছিলেন। তিনি 'দেওবন্দ' চেতনার অনুসারী ছিলেন। সূফী তরীকার মধ্যে, তিনি কাবুলের 'জাওয়ালুল মাশেখ সাহেবের' 'নকশবন্দিয়া' তরীকার অনুসারী ছিলেন। তিনি সকল গোষ্ঠী, ভাষাগত, এবং জাতিগত পার্থক্য এবং মুসলমানদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিরুদ্ধে দৃঢ় ছিলেন। বিশ্বের মুসলিম জনগণের ঐক্যবদ্ধতার জন্য তার গভীর আগ্রহ ছিল। তিনি পবিত্র কুরআনের আলোকে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্তব্যের আলোকে ও সালাফদের পরিষ্কার ও নির্ভুল পথ অনুসরণ করার পরামর্শ দিতেন।

তার অনন্য বৈশিষ্ট্য:

সব দলের মুজাহিদীন তার নিকট জিহাদের ক্ষেত্রে পুরোপুরি সমান ছিল। অন্য গোষ্ঠীর মুজাহিদীনদের কিছু প্রয়োজন হলে, তিনি তাদের কোনও সম্ভাব্য সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের প্রয়োজনীয়তা পূরণে দ্বিধা করতেন না। যদি তার সামর্থ্য থাকত, তবে তিনি তার মুজাহিদীনদের প্রতি তাদের দাবির চেয়ে সর্বদা বেশি সরবরাহ করতেন।

ধর্মীয় পণ্ডিতদের, শিক্ষার্থীদের প্রতি তার গভীর ভালবাসা ও সম্মান ছিল; বিশেষ করে প্রতিবন্ধীদের জন্য; তাদের সকল চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা তিনি পূরণ করতেন। অনাথ, বিধবা ও অন্যান্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সাহায্যের জন্য তিনি যে কোন কিছু করতে প্রস্তুত ছিলেন।

তিনি সর্বদা তার ধার্মিকতা এবং আন্তরিকতা সম্পর্কে সচেতন ছিল। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসী ও দৃঢ় ছিলেন। তিনি 'বায়তুল-মাল' (অর্থাৎ মুসলিম জনগণের সাধারণ রাজস্ব) সম্পর্কে খুব সতর্ক ছিলেন। তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে তার আচরণে নিচু এবং সহজ ছিল। তিনি তার ব্যক্তিগত বিরোধীদের এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমা করতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি অনাথ, বিধবা এবং অন্যান্য অসহায় মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতিশীল ছিলেন। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয়ে অনন্য এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল। বিশৃঙ্খলার সময়ে সাহসী ও যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, হাক্কানী সাহেবের সবচেয়ে আলাদা বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি।

ব্যক্তিগত জীবনে তার পছন্দসমূহ:

ব্যক্তিগত জীবনে, তার কাছে বই পড়ার খুব আনন্দের ছিলেন এবং যেখানেই যাবেন সেখানে তার সাথে কিছু বই সাথে রাখতেন। জিহাদে যুদ্ধক্ষেত্রের অভ্যন্তরে, তিনি সাধারণভাবে ক্যাপের অনুরূপ রঙের পোষাক পছন্দ করতেন, তবে সাধারণ জীবনে তিনি সাদা কাপড় এবং কখনও কখনও কালো পাগড়ি দিয়ে সাদা কাপড় পরতেন। মধু, যব, জাউ এবং মেজ রুটি তার প্রিয় খাবার ছিল।

Figure 7: মেজ রুটি

তার রুটিন জীবন:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন ও তাঁর পবিত্র সঙ্গীগণ (রাঃ) এর জীবনকে অনুসরণ করে তার দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করতেন।

সকালে:

সর্বশক্তিমান আল্লাহর স্মরণে তার রাতের একটি বড় অংশ ব্যয় করতেন, যখন তিনি সকালে জেগে উঠতেন, তখন তিনি মসজিদে তার প্রথম নামাজ আদায় করতেন। তারপর তিনি পবিত্র কুরআনের কিছু অংশ পড়তেন। এর পর তিনি 'মাসনুন আজকার' (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষ শব্দ ও বাক্য বিভিন্ন উপলক্ষ্যে পড়তেন) সম্পূর্ণ করতেন। তিনি দিনের শুরুতে 'সূরা ইয়াসীন' ও 'সূরা ফাতহ' পড়তেন। তার দৈনন্দিন জীবন থেকে জানা যায়, তিনি প্রতি পনেরো দিনে একবার কুরআন শেষ করতেন।

জনগণের বিষয়ঃ

চা-নাস্তা শেষে তিনি মুজাহিদীন ও অন্যান্য মুসলিম জনগণের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতেন। দুপুর আনুমানিক ১০ টার দিকে, তিনি দোহা বা চাশতের নামাজ আদায় করতেন। তারপর দুই ঘণ্টা ধরে তিনি সাধারণ জনগণের সেবায় থাকতেন। মুজাহিদীন ও অন্যান্য লোকেদের সব সমস্যার সমাধান করার জন্য তিনি দুপুরের আগে-ই দুপুরের খাবার খাওয়া শেষ করতেন, না হলে তিনি জোহর সালাতের পরে পর্যন্ত দেরি করতেন।

জোহর নামাযের পূর্বে, তিনি কমপক্ষে দশ থেকে ত্রিশ মিনিটের জন্য মধ্যাহ্নকালীন নিদ্রা গ্রহণ করতেন। আযানের পর, তিনি মসজিদে সালাতের জন্য যেতেন। জোহর নামাজের পূর্বে তিনি দুপুরের আহার গ্রহণ করতে পারলে, তিনি আসর সালাত পর্যন্ত লোকদের সেবা করতেন।

আসরের সালাত আদায় করার পর তিনি কখনো কখনো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস বর্ণনা করতেন বা পবিত্র কোরআন পাঠ করতেন।

দিনের দ্বিতীয় শেষ নামাযের পর তিনি 'আওয়াবিন নামাজ' করতেন। তারপর তিনি তার 'মাসুনুন আজকার' সম্পন্ন করতেন। রাতের আহার করার পর, তিনি দিনের শেষ প্রার্থনা জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতেন। ঘুমাতে যাওয়ার আগে তিনি 'সূরা ওয়াকিয়া' এবং 'সূরা মুলক' পড়তেন।

যাত্রা শুরু করার সময় তিনি দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করতেন এবং যাত্রা থেকে ফিরে আসার পর একই কাজ করতেন।

ইসলামী আমীরাতের প্রত্যাবর্তনের সময়:

২00১ সালে ৯/১১ এর ঘটনার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগী বাহিনী আফগানিস্তানে আগ্রাসনের সিদ্ধান্ত নেয়। আফগানিস্তানের ইসলামী আমীরাতের নেতৃত্বে বারবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, উপরে উল্লেখিত ঘটনায় উসামার জড়িত থাকার সমস্ত দলিলপত্র ও প্রমাণ তাদের হাতে হস্তান্তর করা উচিত, অথবা তৃতীয় দেশে অন্যত্র উসামার বিচার করা যেতে পারে। ইসলামী আমীরাত ক্রমাগত আমেরিকা ও ইসলামিক আমীরাতের মধ্যে পার্থক্য সমাধানের জন্য শান্তিপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত করতে আগ্রহী ছিল। আমেরিকার মূল উদ্দেশ্য ছিল, আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে ইসলামী ব্যবস্থার পতন এবং এই অঞ্চলে তাদের স্থায়ী উপস্থিতি স্থাপনের জন্য স্টুগ সেটআপ [দালাল পুতুল] প্রতিষ্ঠা করা, তারা নিজেদেরকে উসামার নামের অজুহাতে উপস্থাপন করেছিল মাত্র।

যেহেতু জাতিসংঘ সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার স্বার্থে সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তাই, আমেরিকার নেতৃত্বাধীন একটি ক্রুসেড জোট দ্বারা আফগানিস্তানের উপর অবৈধ ও নিষ্ঠুর আক্রমণ চালায়। আর এ বিষয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা কাউন্সিল এককভাবে তাদের নিজেদের বানানো আইনের বিরুদ্ধে-ই আক্রমণের নিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত নেয়। এবং উপরে উল্লিখিত দূষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য, ৭ অক্টোবর ২00১ তারিখে বর্বর আমেরিকার সামরিক আক্রমণ শুরু হয়।

এই নিষ্ঠুর আক্রমণ প্রায় চল্লিশ দিন চলতে থাকে। তারা তালিবানদের সামরিক বাহিনী, তাদের সামরিক কেন্দ্র, নির্দোষ বেসামরিক মানুষ, গ্রাম, বিয়ে এবং এমনকি জানাযার অনুষ্ঠানগুলি নির্বিচারে এবং বর্বরভাবে বোমা হামলা করে। হাক্কানি সাহেবকে সামরিক ফ্রন্ট লাইনগুলিতে বোমা বিস্ফোরণে হত্যার পরিকল্পণা করে আমেরিকা। তিনি তখন কাবুলের কেন্দ্রে 'ওয়াজির আকবর খান' আবাসিক এলাকায় তার নিজ বাড়িতে ছিলেন।

তালেবানরা যখন কাবুলকে ত্যাগ করছিল, তখন হক্কানি সাহেব তালেবানের পাশাপাশি অন্যান্য বিদেশী মুজাহিদিনকে কাবুল থেকে প্রত্যাহারে বিস্ময়কর কাজ করেছিলেন, যাতে তারা বিদেশি আক্রমণকারী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্য অন্যান্য নিরাপদ এলাকায় পৌঁছাতে পারে।

হাক্কানি সাহেব কাবুল ছেড়ে গেলেন:

কাবুল ছেড়ে যাওয়ার পর, পাকতিয়া প্রদেশের গার্ডেজ শহরে যাওয়ার পথে হক্কানি সাহেবের উপর আবারো বোমা হামলা চালায় আমেরিকা। একইভাবে গার্ডেজ শহরের অভ্যন্তরে তার ঘরে বোমা হামলা করে। হক্কানি সাহেব খোস্ত প্রদেশে পৌঁছালে, তাকে 'নাদার শাহ কোট' জেলার 'জানি খিল' এলাকার স্থানীয় সরকারী হাজী সিরাজউদ্দিনের বাড়িতে চতুর্থবার বোমা হামলা করা হয়। হাক্কানি সাহেব মারাত্মকভাবে আহত হলেও তার সংকল্প দৃঢ় ছিল। চিকিৎসার অধীনে থেকেও তিনি তার মুজাহিদীনদেরকে তাদের জিহাদি দায়িত্ব সম্পর্কে নির্দেশনা দিতেন। তার সুস্থ হওয়ার পর থেকে তিনি আবারো তার বীর মুজাহিদিনদের আগ্রাসী যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে এবং তাদের অভ্যন্তরীণ ভাড়াটে স্বদেশী বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে যুদ্ধ করার জন্য নির্দেশ দেন। তিনি তার মুজাহিদীনদের বাহ্যিকভাবে এবং আভ্যন্তরীণভাবে পুনরায় সংগঠিত।

অবৈধভাবে বিদেশি আক্রমণের শুরুতে, বিভিন্ন চ্যানেলে তাদের কূটনীতিকদের মাধ্যমে হক্কানি সাহেবকে আমেরিকা নিম্নোক্ত সুযোগ দিয়েছিলঃ

যেহেতু কাবুল থেকে মুজাহিদীনকে কখনো সরিয়ে দেন নি, সুতরাং তালিবান থেকে নিজেকে দূরে রাখুন এবং বিনিময়ে আপনার হাতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে, অথবা আপনাকে দক্ষিণ পূর্ব প্রদেশগুলির নিয়ন্ত্রণ দেওয়া হবে।

কিন্তু হক্কানি সাহেব দৃঢ়ভাবে এই সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন; বরং তিনি তার দৃঢ়সংকল্পকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন ও মুজাহিদীনদের নতুন বিদেশি আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদের পরবর্তী পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন। তিনি বলেন, তিনি আমাদের দেশ থেকে সর্বশেষ আমেরিকান সৈনিক প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত; ইসলামী ব্যবস্থার পুনর্নির্মাণ এবং আমাদের স্বদেশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত; জিহাদী ফ্রন্ট ছেড়ে দেবেন না।

হাক্কানী সাহেবের এই সাহসী ও দৃঢ় অবস্থানের কারণে, তিনি আমেরিকানদের দ্বারা কালো তালিকাভুক্ত হন। তার মাথার জন্য পুরস্কার হিসাবে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ ঘোষণা করে আমেরিকা।

কারজাইয়ের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে, হক্কানি সাহেবকে আবার তার নিজের উপজাতিদের মাধ্যমে শান্তি ও পুনর্মিলন করার শর্তে তার সাথে আবার যোগাযোগ করা হয়েছিল। এমনকি এই সময়, হক্কানি সাহেব তার পূর্ববর্তী সাহসী ও দৃঢ় মনোভাব পুনরাবৃত্তি করে হামিদ কারজাইয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

যেহেতু বিদ্যমান পরিস্থিতির কারণে ইসলামী আমীরাত ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মীদের সম্মানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে যোগাযোগ বেশ কঠিন ছিল, তাই কিছু স্বার্থপর ব্যক্তি হক্কানি সাহেবকে আলাদা ও স্বাধীন নেতৃত্ব ঘোষণা করার জন্য পরামর্শ দিতেন। কিন্তু হাক্কানী সাহেব এই সব দুর্বৃত্তদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে অস্বীকার করে বলেন যে:

- সম্মানিত আমীর-উল-মুমিনীন (রাহঃ) জীবিত।

- তিনি তাকে বর্জনযোগ্য কোন স্পষ্ট পাপ বা অপরাধ সংঘটিত করেনি।
- তিনি পদত্যাগ করেন নি বা তিনি বরখাস্ত হন নি।

উপরের সকল ক্ষেত্রে, কোনও নতুন নেতার প্রয়োজন নেই, তাই আমি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করি যে আমিরুল মুমিনীন (অর্থাৎ ধর্মীয় লোকদের প্রধান) এর প্রতি আনুগত্যের শপথ এখনও বৈধ। এবং আমি আপনাকে এই ধরনের গুজব এবং পদক্ষেপগুলি থেকে একেবারে বিরত থাকতে পরামর্শ দেব।

ইসলামী আমীরাতের প্রশাসনিক ও সামরিক স্থাপনা পুনর্গঠিত হলে হাক্কানি সাহেবকে আফগানিস্তানের ইসলামী আমীরাতের সম্মানীয় নেতৃত্বের নেতৃস্থানীয় পরিষদের সদস্য হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। যেহেতু জিহাদী সক্রিয়তা দিনে দিনে ছড়িয়ে পড়েছিল যার জন্য দ্রুত ও যথাযথ মনোযোগ প্রয়োজন ছিল, তাই হক্কানি সাহেব তার দ্বিতীয় পুত্র আল-হজ খলিফা সিরাজউদ্দীন হাক্কানী (সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে রক্ষা করুন) ডেপুটি হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন, যাতে মুজাহিদিনের সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজ অপ্রয়োজনীয়ভাবে বিলম্বিত না হয়।

তার পরিবারের সদস্যদের শাহাদাত এবং তার অভিব্যক্তি:

পূর্বে সোভিয়েত আক্রমণ এবং বর্তমান ক্রুসেড আক্রমণের সময় হাক্কানি সাহেবের পরিবারের সদস্যদের দশজন শহীদ হয়। হক্কানি সাহাবির নিকটতম ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে যারা, তাদের দীন ও জাতির জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিল:

ইসমাঈল জাবিহ (তার ভাই)

নাসিরুল হক হাক্কানি (তার পুত্র)

হাফিজ বদরুদ্দীন হক্কানী (তার পুত্র)

হাফিজ মোহাম্মাদ হাক্কানি (তার ছেলে) ও

উমর হক্কানী (তার পুত্র)

প্রত্যেক সময় হাক্কানী সাহেবকে পরিবারের সদস্যের শহীদ সম্পর্কে জানানো হলে, তিনি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ও সর্বশক্তিমান আল্লাহকে প্রশংসা করেন। তিনি বলেছিলেন যে, এটি আমাদের পরিবারের প্রথম আত্মত্যাগ ছিল না এবং এটি শেষ আত্মত্যাগও হবে না।

তিনি বলতেন যে, শহীদরা সেই উঁচু পদমর্যাদাগুলির মধ্যে একটি, যা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁর সর্বাধিক প্রিয় মানুষকে দিয়ে থাকেন। এবং আমার ক্ষেত্রে, এটি আমার পরিবারের জন্য পরাক্রমশালী আল্লাহর একটি বিশেষ অনুগ্রহ। জিহাদের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে আল্লহর পথের শহীদ ও মুজাহিদ আমার পরিবারকে কবুল করার জন্য আমি গর্বিত।

হাক্কানী সাহেব এর প্রস্থান ঘোষণা:

মহান ও বিশিষ্ট মুজাহিদ, মৌলভী জালালুদ্দীন হাক্কানি (রাহঃ) তার ক্রমবর্ধমান বয়সের কারণে দুর্বল হয়ে ওঠেন। তিনি শিক্ষাগত ও জিহাদী ক্ষেত্রে অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং পরিসেবার জন্য অবিস্মরণীয়। তার অসুস্থতা কয়েক বছর ধরে চলছিল, যার ফলে এই পার্থিব জগত থেকে তার প্রস্থান ঘটে।

انا لله وانا اليه راجعون

আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যে, হক্কানি সাহেব জিহাদি, ইলমী ও সামাজিক ক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছেন তা মহান আল্লাহ তা'আলা কবুল করুন এবং পরকালে আপন রহমতে তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুক। আমরা প্রার্থনা করি যে, আফগানে ইসলামী ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের বিষয়ে তার সমস্ত অপূর্ণ ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা এবং দেশটির স্বাধীনতার শেষ পর্যন্ত তার মতাদর্শিক সঙ্গী ও উত্তরাধিকারীদের দ্বারা পূর্ণ হয়।

আমীন!!!

অনুবাদক- অপরিচিত

কপিরাইট নোটিশ

প্রকাশকের তথ্য

https://archive.org/details/@fraud_boy_yahoo_com

অপরিচিত প্রকাশ